তথ্যবিবরণী                               নম্বর : ৯২৬

**কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন**

কলকাতা (ভারত), ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানের ৫২ বছরপূর্তি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতা।

সকালে উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস।

এরপর উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াসের নেতৃত্বে উপ-হাইকমিশনের রাজনৈতিক, ক্রীড়া ও শিক্ষা, বাণিজ্য, কনস্যুলার এবং প্রেস উইং-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাগণকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বিকালে উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াসের সভাপতিত্বে উপ-হাইকমিশনের ‘বাংলাদেশ গ্যালারি’-তে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির সদস্য এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বরেন্দু মন্ডল ও  পশ্চিমবঙ্গের দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী দেবদীপ পুরোহিত। আলোচনার শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটি প্রদর্শিত হয়। এরপর কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের কাউন্সেলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির বাণী এবং কাউন্সিলর (কনস্যুলার) এএসএম আলমাস হোসেন প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনান।

ভূমিমন্ত্রী বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়েই জাতির পিতা উপলব্ধি করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা। আজ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে আমরা অর্থনৈতিকভাবে অনেক অগ্রসর একটি দেশ। প্রতিবেশী ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিকভাবে আরো এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ভূমিমন্ত্রী।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস বলেন, ‘৭ই মার্চের ভাষণ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। এটি একটি অনন্য রণকৌশলের দলিল। এই ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়েই ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল কলকাতায় তৎকালীন পাকিস্তান উপ-হাইকমিশনের বাঙালি কর্মকর্তারা বিদ্রোহ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টি এই মিশন কাজ করেছিল বাংলাদেশ হাইকমিশন হিসেবে।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন বলেন, ১৮ মিনিটের ১৩০৫ শব্দের সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি জাতির পিতা দিয়েছিলেন সবদিক বুঝে। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে জাতির পিতা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তৈরি হওয়ার কথাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন উপ-হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব (রাজনৈতিক) শেখ মারেফাত তারিকুল ইসলাম।

#

রঞ্জন/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                    নম্বর : ৯২৫

**বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বজুড়ে চিরন্তন প্রেরণার উৎস**

**-- ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বজুড়ে নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে শক্তি ও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব শাব্বির আহমদ চৌধুরী।

আজ রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত “বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের চিরন্তন প্রেরণা” শীর্ষক সেমিনারে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট ও বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা এভাবে মূল্যায়ন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. লাইলুফার ইয়াসমিন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক ‘ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি অভ্ হেরিটেজ ইন দ্য মেমোরি অভ্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার’-এ অন্তর্ভুক্তি এবং বিশ্বের ইতিহাসবিদদের মূল্যায়নের অর্থ হচ্ছে- বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুধু আমাদেরকে অর্থাৎ বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করেছে তাই নয়, বরং এর আকর্ষণ এই ভাষণের সময়, স্থান ও উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে চিরন্তন প্রেরণার উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’

সেমিনারের মূল বক্তা লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বলেন, ‘বিশ্বের ২৪০০ বছরের ৪১টি শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ রয়েছে। কিন্তু এতগুলো ভাষণের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মেমোরি অভ্‌ দ্য ওয়ার্ল্ড-এ অন্তর্ভুক্তির বিশেষ কারণ রয়েছে। অন্যদের ভাষণগুলোর প্রত্যেকটি নিরাপদ পরিবেশে সুরক্ষিত স্থান থেকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ একমাত্র ভাষণ, যা তিনি অরক্ষিত অবস্থায় দিয়েছিলেন।’ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদানের দূরদর্শিতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘যদি বঙ্গবন্ধু সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দিতেন তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হতো, বঙ্গবন্ধু মানুষকে মারতে চান নাই। তাই তিনি ৭ই মার্চে অত্যন্ত সুচতুরভাবে স্বাধীনতার ডাক দিলেন কিন্তু ঘোষণা দিলেন না, আর মানুষ সেটা গ্রহণ করেছিল।’

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডি এম সালাহ উদ্দিন মাহমুদ। এরপর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের উপর নির্মিত একটি অডিও-ভিজুয়াল প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহসিন/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                  নম্বর : ৯২৪

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রয়োজন স্মার্ট মেধার**

**-- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রয়োজন স্মার্ট মেধার। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, সোনার বাংলা গড়তে হলে আমার সোনার ছেলে চাই। সেই সোনার ছেলে হলেন আপনারা। তিনি আরো বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে আপনাদের মেধাশ্রমের যে অবদান রয়েছে তার কথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরুন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ভালো কাজ করার চর্চা করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন। তাহলেই ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আজ ঢাকায় সচিবালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিয়ষক মন্ত্রণালয়ের চারজন কর্মকর্তার অবসরজনিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগমের সভাপতিত্বে এসময় বিদায় সংবর্ধিতদের উপর স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) আলেয়া আক্তার, যুগ্মসচিব মোঃ হুজুর আলী, অনুষ্ঠানের সঞ্চালক উপসচিব সজল কান্তি বণিক, উপসচিব আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ, সিনিয়র সহকারী সচিব মুন্না রাণী বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে অবসরজনিত সংবর্ধিতদের ফুলের শুভেচ্ছা, ক্রেস্ট ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়।

মন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, দেশের জন্য, জাতির জন্য ভালো কিছু করার চিন্তা সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সবসময়ই লালন করতে হবে। মন্ত্রী উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, আমি আজ যা করবো, আমার পরেরজন কাল তা-ই অনুসরণ করবে। কাজেই সকলকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করার কারণেই আমরা আজ একটা অবস্থানে আসতে পেরেছি। মন্ত্রী বান্দরবানের উন্নয়নের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, বান্দরবানকে মনে করি এটি আমার একটি পরিবার। সবাই আমার আপনজন। যেমন প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের শিঁকড় হচ্ছে জনগণ। দেশের জনগণ কীভাবে ভালো থাকবে, দেশ কীভাবে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে তার চিন্তায় সবসময় প্রধানমন্ত্রী মগ্ন থাকেন।

মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং তাঁর আলোচনার শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। যার ফলস্বরূপ আমরা একটি স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদদের প্রতি এবং ’৭৫ এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নিহত সকল সদস্যদের প্রতি এবং শহিদ জাতীয় চারনেতার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                         নম্বর : ৯২৩

**বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতো নতুন প্রজন্মকে দায়িত্ব নিতে হবে**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা আমাদেরকে অহংকার ও গর্বের জায়গায় নিয়ে গেছেন। এ গর্বের জায়গাকে ধরে রাখতে নতুন প্রজন্মকে দায়িত্ব নিতে হবে। আঘাত আসতে পারে, আঘাত আসলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতো রুখে দাঁড়াতে হবে। কারণ আমরা বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে চলতে চাই। ৭ মার্চের ভাস্কর্য ‘জয় বাংলা’ উদ্বোধন-সেটাই আমাদের অঙ্গীকার এবং শপথ।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জস্থ সেতাবগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ‘জয় বাংলা’ ভাস্কর্য উদ্বোধন শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু সৈয়দ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন‍্যান্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা খলিলুর রহমান এবং বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আফছার আলী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করছি। স্বাধীনতার সুখ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সোনার বাংলা নির্মিত হয়েছে। পরাজিত শক্তিরা আন্তর্জাতিক ইস‍্যুকে কেন্দ্র করে সোনার বাংলাকে ছিন্নভিন্ন করতে চায়। এ সোনার বাংলাকে ছিন্নভিন্ন করার জন‍্য তারা ‘পদযাত্রা’ করে। ‘পদযাত্রা’ কর্মসূচির কথা শুনলে আমার হাসি পায়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বীর মুক্তিযোদ্ধারা, মুক্তিযোদ্ধা সন্তানরা আমরা যদি পদযাত্রা করি তাহলে রাজাকার, আলবদর, আলশামসরা কেউ বাঁচতে পারবে? মানুষের পায়ের নিচে পদদলিত হয়ে তারা মৃত‍্যুবরণ করবে। আমরা রক্তাক্ত সেই বাংলাদেশ চাই না। আমরা শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ চাই। আমাদের নেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা মানবতার নেত্রী। আন্তর্জাতিক গণমাধ‍্যম তাঁকে মাদার অভ্‌ হিউমেনিটি বলেছে। তিনি মানবতার জননী। সেই নেত্রী কারো মানবিক অধিকার হরণ করতে চান না। তিনি বাংলাদেশকে শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র করতে চান। বাংলাদেশকে যারা ছিন্নভিন্ন করতে চায়; তারা যদি আরো বেশি বাড়াবাড়ি করে তাহলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি ৭১ সালের মতো আবারো পদযাত্রা শুরু করবে। সেই পদযাত্রায় এদের কেউ বাঁচতে পারবে না।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯২২

**ভিয়েতনাম মিশনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন**

হ্যানয় (ভিয়েতনাম), ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ-ইউনেস্কোর ‘মেমোরি অভ্ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার’-এর ‘বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য’-কে স্মরণ করে বাংলাদেশ দূতাবাস, হ্যানয়, ভিয়েতনাম ৭ই মার্চ ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদা এবং বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করেছে। জাতীয় সংগীত সহকারে এ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ, দোয়া ও মোনাজাত, বাংলা, ইংরেজি ও ভিয়েতনামিজ ভাষায় ৭ই মার্চের ভাষণ পাঠ এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

দিবসটি প্রবাসী বাংলাদেশি, ভিয়েতনামিজ অতিথিবৃন্দ, দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের উপস্থিতিতে দূতাবাসে উদ্‌যাপন করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চকে স্মরণ করে রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দিবসের তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের কথা তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার সাথে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ-স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান। মহাসংগ্রামী এ নেতার নেতৃত্বে¡ আপামর জনতা সে সময় মুক্তি সংগ্রামে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তাই ৭ই মার্চ ১৯৭১ইং এর ভাষণ পুরো বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিল - তারই ফলস্বরূপ আমাদের স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু এবং সে সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলায়’ রূপান্তর করা ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন। এ স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং একটি মধ্যম আয়ের দেশে এগিয়ে যাওয়ার কথা রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন।

পরিশেষে ৭ই মার্চের ভাষণ বাংলা, ইংরেজি এবং ভিয়েতনামিজ ভাষায় পড়ে শোনানো হয়, ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

#

সামিনা নাজ/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯২১

**ইসলামাবাদে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন**

ইসলামাবাদ, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

বাংলাদেশ হাইকমিশন, ইসলামাবাদ যথাযথ মর্যাদা, উৎসাহ, উদ্দীপনায় ও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে দূতালয় প্রাঙ্গণ বর্ণাঢ্য ব্যানার ও পোস্টারে সুসজ্জিত করা হয়।

আজ দূতালয় প্রাঙ্গণে হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতিতে পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ রুহুল আলম সিদ্দিকী আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এসময় দূতালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। এরপর হাইকমিশনার মিশনের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

হাইকমিশনের বঙ্গবন্ধু কর্নারে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্ব শুরু হয় এবং ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

হাইকমিশনার বলেন, ১৯৭১ সালের আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে জাতির উদ্দেশ্যে তার বলিষ্ঠ তর্জনীর ইশারায় বজ্রকন্ঠে স¦াধীনতার ডাক দিয়েছিলেন- ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স¦াধীনতার সংগ্রাম’। বঙ্গবন্ধুর সেই কালজয়ী আহ্বানে জেগে উঠেছিল সমগ্র বাঙালি জাতি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ‘নিউজউইক’ ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় ৭ মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘রাজনীতির কবি’ (পয়েট অভ্ পলিটিক্স) আখ্যায়িত করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সেই ১৮ মিনিটের অলিখিত জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমে একটি নিরস্ত্র জাতিকে সংগ্রামী জাতিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীতে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স¦াধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, নয় মাসের সংগ্রামে ত্রিশ লাখ শহিদ ও দুই লাখ মা বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাঙালি পেয়েছিল একটি মানচিত্র, একটি লাল সবুজের পতাকা, এক স¦াধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

হাইকমিশনার আরো বলেন, জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে উন্নয়নের অগ্রযাত্রার যে ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন তারই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর নির্মিত একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

খাদীজা/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯২০

**ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আজ ঢাকায় তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম, তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক, তথ্য কমিশনের পরিচালক (গ.প্র.প্র.) ড. মোঃ আঃ হাকিম, উপপরিচালক (প্রশাসন) সোহানা নাসরিনসহ তথ্য কমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রেক্ষাপট, ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা হয়। এর আগে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে তথ্য কমিশন।

#

লিটন/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯১৯

**বিআরটিএ’র হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে সারা দেশে ৩০৮টি**

**সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩০৩ জন**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

বিআরটিএ’র বিভাগীয় অফিসসমূহের মাধ্যমে সারা দেশ থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি-২০২৩ মাসে দুর্ঘটনায় পতিত যানবাহনের মধ্যে প্রাইভেটকার ২০টি, বাস ৭৪টি, পিকআপ ১৭টি, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ২০টি, ট্রাক ৮৩টি, মোটরসাইকেল ১০২টি, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ১৫টি, ইজিবাইক ১৮টি, ট্রাক্টর ১২টি, অ্যাম্বুলেন্স ২টি, ভ্যান ১০টি, মাইক্রোবাস ৭টি ও অন্যান্য যান ৭৫টি সহ মোট ৪৫৫টি।

ঢাকা বিভাগে ৮৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৭৮ জন নিহত এবং ৭২ জন আহত হয়, চট্রগ্রাম বিভাগে ৭১টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬৬ জন নিহত এবং ১৩৮ জন আহত হয়, রাজশাহী বিভাগে ৪২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৫ জন নিহত এবং ৪৮ জন আহত হয়, খুলনা বিভাগে ৩৭ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৫ জন নিহত এবং ৭০ জন আহত হয়, বরিশাল বিভাগে ১৯ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫ জন নিহত এবং ৬৪ জন আহত হয়, সিলেট বিভাগে ১২ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৭ জন নিহত এবং ১২ জন আহত হয়, রংপুর বিভাগে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৫ জন নিহত এবং ৯ জন আহত হয়, ময়মনসিংহ বিভাগে ১২ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত এবং ৩ জন আহত হয়।

উল্লেখ্য, জানুয়ারি-২০২৩ মাসে সারা দেশে দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ৩২২টি এবং এ সকল দুর্ঘটনায় ৩৩৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন ও আহত হয়েছেন ৩৩৬ জন।

**#**

**ওয়ালিদ/**পাশা/**আরমান**/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৮৩৩ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৯১৮

**৭ মার্চ ছাড়া স্বাধীনতার ইতিহাস অপূর্ণ, অথচ বিএনপি দিনটি পালনই করে না**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘৭ মার্চের ভাষণ, জনসভাকে বাদ দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় না, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয় না। বিশ্বের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ভাষণ একটি দেশ বদলে দিয়েছে, পৃথিবীর মানচিত্রই বদলে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ৭ মার্চ বিএনপি পালন করে না। যারা ৭ মার্চ পালন করে না, অস্বীকার করে, তারা স্বাধীনতাকে কতটুকু স্বীকার করে, কতটুকু বিশ্বাস করে সেটিই হচ্ছে বড় প্রশ্ন।’

আজ রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ অনুষ্ঠানমালায়  প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকারের সভাপতিত্বে অতিরিক্ত সচিব মো. ফারুক আহমেদ স্বাগত ভাষণ এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ আলোচকের বক্তব্য দেন। এদিন সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিখা চিরন্তন প্রাঙ্গণে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং তথ্য অধিদফতর আয়োজিত আলোকচিত্র ও বই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন সচিব হুমায়ুন কবীর খোন্দকার।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘৭ মার্চকে অস্বীকার করে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় না, অথচ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পরে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ রাষ্ট্রীয় বেতার যন্ত্রে, টেলিভিশনে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানমালায় বন্ধ ছিল, এমনকি ভাষণের সিডি সব জায়গা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, ধ্বংস করা হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেওয়ার আগে পর্যন্ত ৭ মার্চের ভাষণ বাজানোর অপরাধে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সরকার আমাদের দলের অনেককে গ্রেপ্তার করেছে।’

নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘১৯৭৮, ’৭৯, ’৮০, ’৮১ সালে ছাত্রলীগের নবীন কর্মী হিসেবে আমি চট্টগ্রাম শহরে জনসভার মাইকিং করতাম। কোনো গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে গেলে প্রথমে আমরা ৭ মার্চের ভাষণ বাজিয়ে দিতাম, মানুষ জমে যেতো। তারপর জনসভার কথা বলতাম।’

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আজকে ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্ব ইতিহাসের একটি অনন্য প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ইউনেস্কো সংরক্ষণ করেছে, বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়েছে। পৃথিবীতে অনেক কালজয়ী ভাষণ আছে। সেই কালজয়ী ভাষণগুলোর বেশিরভাগই যেমন নেলসন ম্যান্ডেলা, নেতাজী সুভাষ বসুর ভাষণ ছিল লিখিত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে আমরা দেখি কোনো দাড়ি-কমা-সেমিকোলন ছাড়া, কোনো ইতস্তত ভাব ছাড়া তিনি এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে সব কথা বলে গিয়েছেন এবং গণমানুষের ভাষায় কথা বলেছেন।’

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘১৯৭০ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল ১২ লাখ কয়েক হাজার। আর জনসভায় হাজির ছিল ১০ লাখ মানুষ। শহরের বেশিরভাগ পুরুষ সেখানে চলে গিয়েছিল, আশপাশের জেলা থেকেও মানুষের সমাগম ঘটেছিল। এই ভাষণের মাধ্যমে একটি জাতির জন্ম হয়েছিল। একটি নিরস্ত্র জাতি, সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে এক সাগর রক্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। জাতির পিতার ৭ মার্চের ভাষণ একটি দেশ বদলে দিয়েছে, পৃথিবীর মানচিত্রই বদলে দিয়েছে, তাই এই ভাষণ আমার বিবেচনায় বিশ্বের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ এবং জাতিসংঘ সেই স্বীকৃতি দিয়েছে।’

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আজকের এই দিনে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাই ১৫ আগস্টে শহিদ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ সকল শহিদদের প্রতি। আমি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে শুনেছিলাম যে, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধুর গায়ে একটু তাপ, জ্বর জ্বর ভাব ছিল। তখন অনেকেই অনেক নোট দিয়েছিলেন বলার জন্য। বঙ্গমাতা বলেছিলেন যে, তুমি যেটি দেশের জন্য, মানুষের জন্য, জাতির জন্য ভালো মনে করবে সেটাই বলবে। এবং বঙ্গবন্ধু সেটাই বলেছিলেন। তাই এখানে বঙ্গমাতারও ভূমিকা ছিল।’

#

মীর/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯১৭

**শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত হয়েছে। আজ রাজধানীর মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল এবং মন্ত্রণালয়ের লবিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এবং শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের মরহুম সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এ সময় মন্ত্রণায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাহমুদুল/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৯১৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৪ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৮১৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৫ হাজার ৪৩৬ জন।

**#**

সুলতানা/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৭১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯১৫

**বাঙালি ও বাংলাদেশের অস্তিত্বে ৭ মার্চের ভাষণ অনিবার্য**

**-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

বাঙালি ও বাংলাদেশের অস্তিত্বে ৭ মার্চের ভাষণ অনিবার্য বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী   
শ ম রেজাউল করিম।

আজ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২৩ উপলক্ষ্যে পিরোজপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় সচিবালয়স্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিজ দপ্তর থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহেদুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় পিরোজপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী রেবেকা খান, সিভিল সার্জন ডা. হাসনাত ইউসুফ জাকি, জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কানাই লাল বিশ্বাস, জেলা যুবলীগের সভাপতি আখতারুজ্জামান ফুলু, স্থানীয় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ একটি জাতির দর্শন, একটি জাতির পথপ্রদর্শক । একটি জাতির এগিয়ে যাওয়া, তার শোষণ-বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরা, বিদ্যমান পরিস্থিতি বিশ্ব পরিমণ্ডলে তুলে ধরা এবং সামরিক-অসামরিক কৌশলে সংমিশ্রিত ছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। যতকাল বাঙালি থাকবে, বাংলাদেশ থাকবে,বাঙালি সত্তা থাকবে ৭ মার্চের ভাষণ অনিবার্য হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, যখনই ভাবি আমরা বাঙালি, আমরা স্বাধীন, যখনই লাল-সবুজের পতাকার কথা ভাবি সবকিছুর শেকড়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের সেই উদাত্ত আহ্বান, কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। আজ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন কেউ আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

মন্ত্রী আরো বলেন, ৭ মার্চ বাঙালি জাতির একটি ম্যাগনাকার্টা। স্বল্প সময়ে কোনো প্রস্তুতি ছাড়া পূর্বের ইতিহাস, বঞ্চনার ইতিহাস, বিদ্যমান পরিস্থিতি, সমঝোতার পথ এবং সমঝোতা না হলে বিকল্প কী করতে হবে সকল বিষয়ে সুচিন্তিতভাবে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি দিয়ে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছিলেন ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে। সে ভাষণে বঙ্গবন্ধু তার অনুপস্থিতিতে বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কেও বলে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধে গোটা জাতিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশনাও সেদিন বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে দিয়েছিলেন। সে আলোকে কার্যত বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এদিন সকালে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে নিয়ে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন মন্ত্রী। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুল কাইয়ূম ও মো. তোফাজ্জেল হোসেন, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. আশরাফ উদ্দীন, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মো. এমদাদুল হক তালুকদারসহ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/পাশা/**আরমান**/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৮২২ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯১৪

**৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে**

**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধা**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

আজ ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ ভবনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীনের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন। এতে আরো বক্তব্য রাখেন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ শহীদুল আলম, বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান।

এসময় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন, জাতির পিতা ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণে ছিল স¦প্ন, স¦াধীনতার স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে আমাদের স¦াধীনতার দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। সেই অমর কাব্য হলো ‘কেউ আমাদের দাবায়া রাখতে পারবে না’। তিনি বলেন, আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, সততা ও মানবিকতার আদর্শ, চেতনা ও মূল্যবোধকে ধারণ করে নিজেদেরকে জনসেবায় নিয়োজিত করি, তাহলেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে।

আলোচনা সভা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

রাশেদুজ্জামান/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯১৩

**‍‍‍‍সচেতনতা বৃদ্ধি করা গেলে দুর্যোগ মোকাবিলা সম্ভব**

**--দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও এাণ সচিব**  
  
ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ হওয়ায় সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে যেকোনো দুর্যোগ সহজে মোকাবিলা সম্ভব বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান। তিনি বলেন, সচেতনতা যত বৃদ্ধি পাবে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকিও তত কমে আসবে। আর সে লক্ষ্যেই সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে ।

আজ রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে আয়োজিত ‘ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে সচেতনতা বৃদ্ধি মহড়া’য় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সচিব এসব কথা বলেন।

সচিব বলেন, হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের কর্মীগণ সেখানে গেলে ভিড়ের কারণে বাধাগ্রস্ত হন। এছাড়া সেখানে উপস্থিত উৎসুক জনতা অনেক সময় তাদের হোস ও পাইপসহ নানা সরঞ্জাম নষ্ট করে। এতে কাজের ক্ষতি হয়। তাদেরকে সিস্টেমেটিক কাজের সুযোগ দিলে কোনো সমস্যা হবে না। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কাজ সম্পন্ন করার সক্ষমতা তাদের আছে।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার মীর জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আব্দুল ওয়াদুদ এবং বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালকের প্রতিনিধি মোঃ আবুল বাশার।

#

সেলিম/পাশা/**আরমান**/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৬৩৪ঘণ্টা

Handout Number : 912

**Bangladesh welcomes the new President-designate of the World Bank Group**

Dhaka, 7 March :

In the context of the long standing friendship and cooperation between Bangladesh and the United States of America, Bangladesh endorses the United States' nominee Ajay Banga for the position of President of the World Bank Group. Bangladesh believes that Banga’s vast experience would positively contribute to the works and the future of the World Bank Group.

The World Bank plays a critical role in the socio-economic development of many developing countries, including Bangladesh. Bangladesh looks forward to working closely with Mr. Banga as the future President of the World Bank Group, with a view to further taking forward the mutual cooperation between Bangladesh and the World Bank, as well as to enhance World Bank’s contribution at the global level.

#

Mohsin/Pasha/Arman/Sanjib/Mahmud/Joynul/2023/1710 hour

তথ্যবিবরণী: নম্বর: ৯১১

**জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী উদ্বোধন করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ **ফাল্গুন** (৭ মার্চ) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে বঙ্গবন্ধু যে তর্জনীর ইশারা দিয়েছিলেন, সেই তর্জনীর ইশারায় দেশের ব্যাংক, বিমা, অফিস - আদালতসহ সবকিছুই পরিচালিত হয়েছিল। তর্জনী উঁচিয়ে বঙ্গবন্ধু একটি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। সেই তর্জনীর নামেই আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে আজ আমরা উন্মোচন করছি জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে দেশের সাধারণ জনগণকে বাংলায় ইন্টারনেট ব্যবহারে সহায়তা প্রদানে “জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী” এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রনজিৎ কুমারের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড. বি এম মইনুল হোসেন এবং ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সাইফুল আলম খান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে প্রবেশ করছি। এই স্মার্ট বাংলাদেশের সুফল পেতে হলে আমাদের শুধু বিদেশ নির্ভর সেবার ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। আমরা এমন একটি স্মার্ট বাংলাদেশ ইকোসিস্টেম তৈরি করতে চাই, যেটি হবে স্বাবলম্বী। সেই স্বাবলম্বী স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য আমরা এনেছি তর্জনী।

পলক বলেন, আমরা আত্মনির্ভরশীল স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে আমাদের নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম থাকবে, নিজস্ব ব্রাউজারে ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করবে। আমরা শুধু ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং করবো না, আমাদের দেশ থেকেও গুগল, অ্যামাজন, ফেসবুক ও আলীবাবার মতো বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ডলারের কোম্পানি তৈরি ও উদ্ভাবনে তরুণদের সহযোগিতা করাই আমাদের আইসিটি বিভাগের মূল উদ্দেশ্য। সেই ক্ষেত্রে তর্জনী প্রকাশের মাধ্যমে আজ একটা বিশাল অগ্রগতি হলো। এখানে সরকারের বিভিন্ন সেবা, নিউজপোর্টাল ও বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

পরে প্রতিমন্ত্রী “জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী” এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী আইসিটি টাওয়ার চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় আইসিটি বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিনসহ বিভাগ ও সংস্থা সমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রবি/ইমা/২০২৩/১৫০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                         নম্বর : ৯১০

**৭ই মার্চের ভাষণ নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র জাতিতে পরিণত করেছিল**

**-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে রচনা করেছিলেন রাজনীতির মহাকাব্য। ঐতিহাসিক সে ভাষণ নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে রাতারাতি সশস্ত্র জাতিতে পরিণত করেছিল।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আজ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

মোজাম্মেল হক বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণ কোনো সাধারণ জনসভার ভাষণ ছিল না। এটি ছিল স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে জাতীয় মুক্তি তথা স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে বঙ্গবন্ধুর লড়াইয়ের চূড়ান্ত আহ্বান।

তিনি বলেন, এই ভাষণে ছিল আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্ণ দিকনির্দেশনা। এ ভাষণ প্রকৃত অর্থেই ছিল বাঙালির স্বাধীনতার কূটনৈতিক ঘোষণা। যাতে বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেউ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলতে না পারে। বাঙালির জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে হাজার বছর ধরে লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আন্দোলন-সংগ্রাম, স্বপ্ন ও স্বপ্ন রূপায়ণের এক নিখুঁত পরিকল্পনা এই ভাষণ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, উপস্থিত লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী জনতা সেদিন বঙ্গবন্ধুর ইঙ্গিত বুঝে পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। তারই প্রত্যক্ষ ফসল দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত লাল-সবুজের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। তিনি আরো বলেন, ৭ই মার্চ শুধু আমাদের জাতীয় জীবনে নয়, বিশ্ব-ইতিহাসেও এক মহিমান্বিত দিন। কারণ বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ আজ জাতিসংঘের ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব-ঐতিহ্য দলিল। এ স্বীকৃতি বাঙালি জাতির জন্যে এক বিরল সম্মান ও গৌরবের স্মারক।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর।

আলোচনা সভার শুরুতে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের সম্পূর্ণ ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। আলোচনা শেষে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

#

মারুফ/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/শামীম/২০২৩/১৩১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯০৯

**৭ই মার্চের শপথ স্বাধীনতাবিরোধী পশ্চাৎমুখী অপশক্তির বিরূদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ**

**-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'দু:খের বিষয়, আজকে স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি আস্ফালন করে। আর তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি ও বিএনপি নেতৃবৃন্দ। এই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি এবং যারা দেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় পেছনের দিকে নিয়ে যেতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলাই ৭ই মার্চের শপথ।'

আজ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের মন্ত্রী এ কথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের এই দিনে তাঁর কালজয়ী ভাষণের মাধ্যমে একটি নিরস্ত্র জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন- এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং তিনি বলেছিলেন- তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থেকো, শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। তার এই বক্তব্যে আমাদের নিরস্ত্র জাতি সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।'

'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর অন্যতম এবং বঙ্গবন্ধু যে আসলেই রাজনীতির কবি ছিলেন, তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে সেটি আরো পরিস্ফুটিত হয়েছে' উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চই কার্যত: বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এমনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবেও আখ্যা দেওয়ার কোনো সুযোগ তিনি পাকিস্তানিদের দেননি।'

হাছান মাহমুদ বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ঢাকা থেকে রাওয়ালপিন্ডিতে রিপোর্ট দিয়েছিল- চতুর শেখ মুজিব এমনভাবে কার্যত পাকিস্তানের স্বাধীনতাই ঘোষণা করে দিয়েছেন কিন্তু আমাদের চেয়ে চেয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনো কিছুই করার ছিল না।'

#

আকরাম/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯০৮

**আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৮ই মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৮ই মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বের সকল নারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নারী আন্দোলনের ইতিহাসে আজ এক গৌরবময় দিন। দীর্ঘ কর্মঘন্টা আর মজুরি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নারী আদায় করেছিল তার অধিকার। নারী তার মেধা ও শ্রম দিয়ে যুগে যুগে সভ্যতার সকল অগ্রগতি এবং উন্নয়নে করেছে সমঅংশীদারিত্ব।

জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়: “Digit ALL: Innovation and technology for gender equality”অর্থাৎ “ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন” অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পুরুষদের তুলনায় নারীদের প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস সীমিত থাকে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং ২০৪১ সালের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চারটি ভিত্তি- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্মেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড’ গঠন করেন। তিনি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি সংবিধানে নিশ্চিত করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে প্রতিটি কাজে নারী-পুরুষের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার ৫১ বছরে বাংলাদেশের অন্যতম অর্জন হচ্ছে, লিঙ্গবৈষম্য কমিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে থাকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ। নারীর দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে ভিজিডি কর্মসূচি, দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি, মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য কর্মমুখী প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য নারী-পুরুষ সবাইকে আমরা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে এসেছি। নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও উদ্যোক্তা তৈরিতে জয়িতা ফাউন্ডেশনের অনলাইন মার্কেট প্লেস 'ই-জয়িতা' চালু করা হয়েছে। নারী পাচার, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধসহ নারীর প্রতি যে কোন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে করা হয়েছে কঠোর আইন ও নীতি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেতৃত্বে, সংসদে, নীতি নির্ধারণে, রাজনীতি থেকে প্রশাসনে, শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায়, বিদেশে শান্তি রক্ষায়, গবেষণা থেকে খেলাধুলা, জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে পর্বতারোহণ প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি এদেশের নারী আজ স্বীয় প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। জেন্ডার বাজেটিং, মাইক্রো ফাইন্যান্স, ই-কমার্স এর মতো উদ্যোগগুলো নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে।

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য অর্জিত হয়েছে জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ পুরস্কার। নারীর ক্ষমতায়নে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে আমরা অর্জন করেছি জাতিসংঘ কর্তৃক 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' ও 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' অ্যাওয়ার্ড। শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কোর 'শান্তি বৃক্ষ' এবং গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ । দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সবার জন্যে শান্তি-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করায় ২০২১ সালে অর্জিত হয়েছে 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার'।

এদেশের নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেমন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি তেমনিভাবে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ে তুলবো, ইনশাল্লাহ।

আমি 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/ইমা/২০২৩/১০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯০৭

**আন্তর্জাতিক নারী দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৮ মার্চ ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সমাজ, রাষ্ট্র, পারিবারিক উন্নয়নে নারী পুরুষের অংশগ্রহণ উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সরকারের নেওয়া বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সূচকে বাংলাদেশ অগ্রগামী। এ সাফল্যের মূলে রয়েছে নারীর উন্নতি ও ক্ষমতায়নে বিপুল বিনিয়োগ। গত এক দশকে আর্থসামাজিক খাত ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র এবং জনজীবনের সব ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী ও শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণে বিবিধ পদক্ষেপ এবং কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে সরকার জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনসহ সব আন্তর্জাতিক সনদ অনুসরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য: ‘ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন ও তৃণমূল পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। নারী শিক্ষা নিশ্চিত করা, নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন এবং কর্মক্ষেত্র ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন সরকার। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করে জেন্ডার সমতাভিত্তিক দেশ গড়তে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। সকল উন্নয়ন ও অগ্রগতির অংশীদার হিসেবে সৃজনশীল এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি দেশের নারী সমাজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে সমঅধিকারের একটি বাসযোগ্য পৃথিবী, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এটাই হোক সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১০৩৭ ঘণ্টা